দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক ঘর

আপনার ঘর কিভাবে
নির্মাণ করা হয়েছে এবং কিভাবে
এটি দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক
তা বুঝতে এ লিফলেটটি
আপনাকে সহায়তা করবে

CARITAS BANGLADESH ক্যারিতাস বাংলাদেশ

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

CRS
CATHOLIC RELIEF SERVICES

৪ ঝড়ো হাওয়া মোকাবেলার জন্য ঘরের খুঁটি শক্তিশালী করা

ঘরের মধ্যে ব্যবহৃত আরসিসি খুঁটিগুলো খুবই শক্তিশালীভাবে তৈরী করা হয়েছে। কারণ আরসিসি খুঁটি ঝড়ো হাওয়ায় ঘরটিকে ভেঙ্গে যাওয়ার হাত হতে রক্ষা করে। খুঁটিগুলো সিমেন্ট, বালি, কংক্রিট ও রড দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এর ভিতরে ৪টি লোহার রড লম্বাভাবে চার কোণে ৮ ইঞ্চি দূরে দূরে লোহার রিং তার দিয়ে ভালভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। ঘরে মোট ১২ টি আরসিসি খুঁটি আছে। এর মধ্যে ৮টি খুঁটি (৫"x৫" প্রশস্ত এবং ১১ ফুট লম্বা) মূল ঘরের জন্য এবং ৪টি খুঁটি (৪"x৪" প্রশস্ত এবং ৯.৬ ফুট লম্বা) বারান্দার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

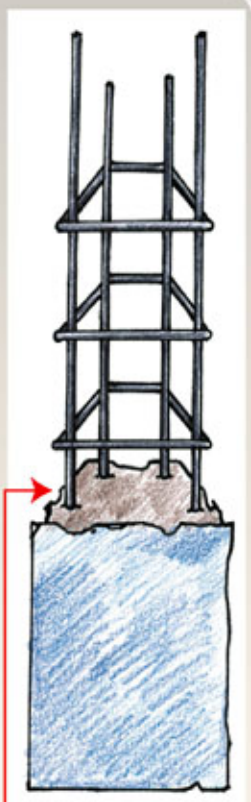

ঘরের খুঁটিগুলো সিমেন্ট, বালি, কংক্রিট ও রড দিয়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরী করতে হবে

৫ খুঁটির সাথে কাঠের সংযুক্তি

খুঁটির ভিতর হতে থাকা লোহার নাট বোল্টের সাথে কাঠের পাইর শক্ত করে সংযুক্ত করতে হবে। কাঠের পাইরের সাথে রুয়া গজাল দিয়ে ভালভাবে লাগাতে হবে এবং গজালের অপর প্রান্ত বাঁকা করে পাইরের সাথে গেঁথে দিতে হবে। এটি ঝড়ের সময়ে ঘরের কাঠামো ও চাল উড়িয়ে নেয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে।

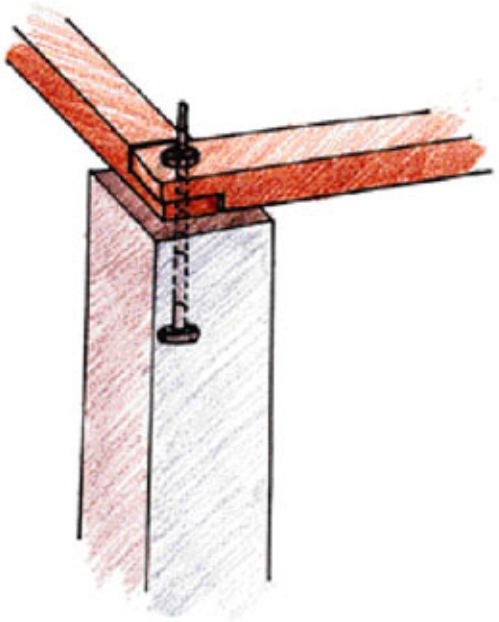

২ ঘরের মেঝে উঁচু করা

প্রতিটি পরিবারকে বন্যার বা সামদ্রিক জলোচ্ছাসের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ঘরের মেঝে ও এর চারপাশ উচুঁ করতে হবে। ঘরের মেঝে কমপক্ষে ১ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ঘরের মেঝের চারিদিকে ৫ ফুট প্রশস্ত করে উঠান উচুঁ করতে হবে। ঘরের মেঝে এবং উঠান ভালভাবে দুরমুশ করে শক্ত করতে হবে।

ঘরের মেঝে উঁচু করলে ঘরটি বন্যা বা জলোচ্ছাস হতে রক্ষা পায়। ঘরের পিড়া মাটি দিয়ে অথবা মাটির সাথে খড় ও গোবর মিশিয়ে লেপে ঘরের মেঝে আরও শক্ত করা যায় যা বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বৃষ্টি বা বন্যার পর ঘরের মেঝের বা চারিদিকের মাটি কেটে গিয়ে থাকলে বা ভেঙ্গে গিয়ে থাকলে তা অবশ্যই পরবর্তী বন্যা মৌসুমের পর মেরামত করতে হবে।

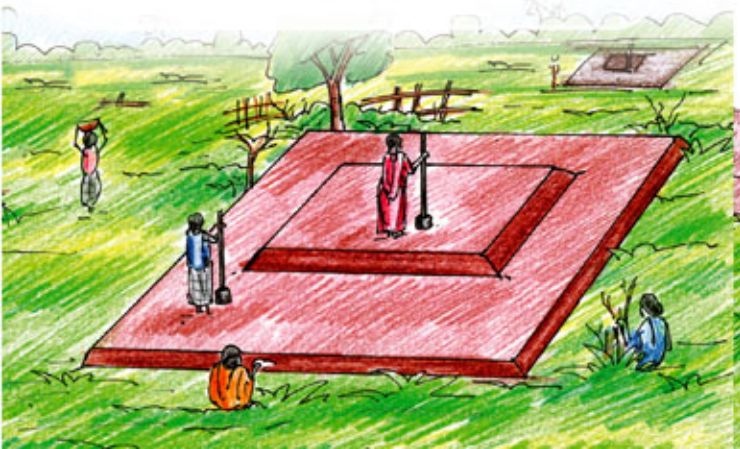

৩ খুঁটির গভীরতা

প্রতিটি খুঁটি আসল/মূল মাটির কমপক্ষে ২ ফুট গভীরে পুঁতা উচিত। এটি ঝড়ো হাওয়ায় ঘরটিকে কাত হওয়া অথবা পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। প্রথমে ঘরের খুঁটি পুতার জায়গা ভালভাবে পরিষ্কার করে সমান করতে হবে এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে খুঁটি পুতার স্থান নির্ধারন করতে হবে। প্রতিটি খুঁটির জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট গভীর পর্যন্ত গর্ত করতে হবে এবং সম্ভব হলে গর্তের তলায় পাথর বা ইটের কণা দিয়ে ভরাট করে শক্ত করে দুরমুশ করতে হবে। এরপর খুঁটিগুলোকে গর্তের ভিতর প্রবেশ করাতে হবে। খুঁটির উপরের দিক কাঠের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর খুঁটির গোড়ার চারপাশে মাটি ভরাট করে শক্তভাবে দুরমুশ করতে হবে।

৮ রুয়ার সাথে খাপ এবং খাপের সাথে টিনের চালের সংযুক্তি

রুয়ার সাথে খাপ গজাল দিয়ে ভালভাবে লাগাতে হবে এবং গজালের অপর প্রান্ত বাঁকা করে পাইরের সাথে গেঁথে দিতে হবে। স্ক্রুর সাথে রাবারের ওয়াসারসহ বল্টু দিয়ে টিনের সাথে প্যাঁচিয়ে শক্ত করে লাগাতে হবে যাতে ঘরের মধ্যে পানি না পড়ে এবং ঝড়ে টিনের চাল উড়ে না যায়।

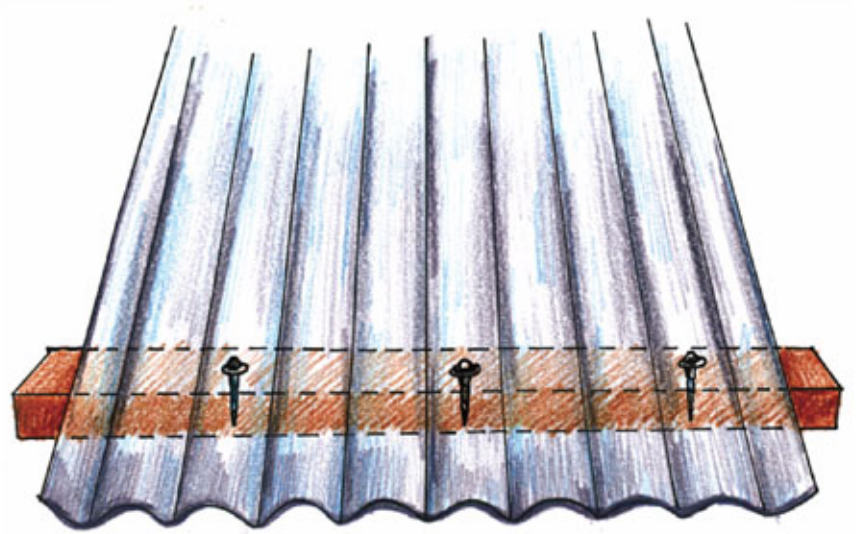

৬ খুঁটিগুলোকে লম্বালম্বিভাবে খাড়া রাখার জন্য দৌড় ও কৌণিক বন্ধন

প্রতিটি আরসিসি খুঁটির উপরের এবং নীচের দিকে পরস্পরের সাথে কাঠের দৌড় ব্যবহার করলে ঘরটি ঝড়ো হাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে এবং খুঁটিগুলোকে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। তারপর ঘরের চারকোণের প্রতিটি আরসিসি পিলারের উপরের উভয়দিকে কাঠের টুকরা দিয়ে কোনাকোনি কাঠের কৌণিক বন্ধন দিতে হবে। দৌড় ও কৌণিক বন্ধন ঘরকে শক্তিশালী করে।

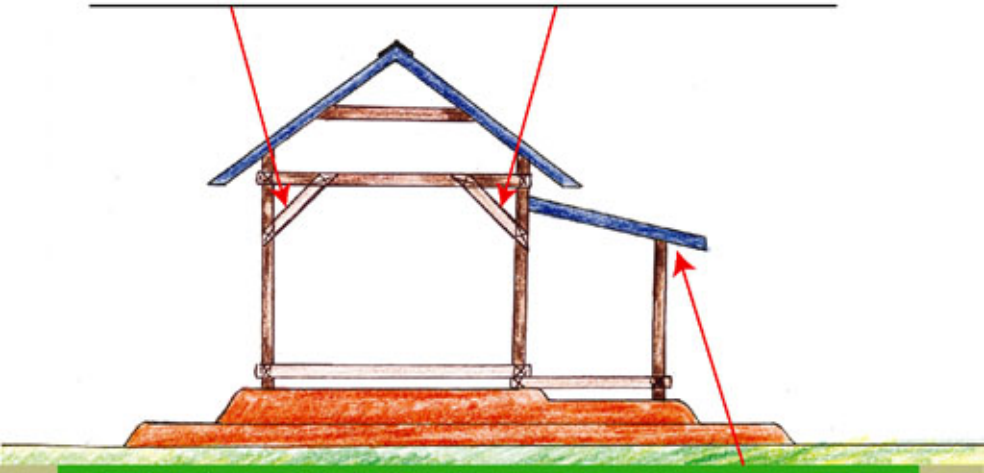

৭ বারান্দার আলাদা চাল

বারান্দার চাল মূল ঘরের চাল হতে আলাদা রয়েছে। যদি ঝড়ো হাওয়ায় বারান্দার চাল উড়ে যায় তাহলে এটি মূল ঘরের চাল হতে আলাদা হয়ে যাবে। এটি ঝড়ের সময় সমস্ত ঘরের চাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায়। ঘরের চাল খুব বেশী উঁচু ও ঢালু না হওয়া ভাল । এটি ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সহায়ক।

৯ ঘরের মেঝের রক্ষাপ্রাচীর নির্মাণ

মেঝের ঢাল যতো বেশী হবে এটি ততই মজবুত হবে। মেঝের ঢাল প্রস্তুত করার পর একে দুরমুশ দিয়ে ভালভাবে পিটিয়ে শক্ত করতে হবে, তারপর ১৫ দিন রোদে শুকাতে হবে। মেঝের উপরে (১৩") এবং মেঝের ঢালু বালু এবং সিমেন্টের মিশ্রণ (সিমেন্ট: সিলেট বালু=১:৪) দিয়ে ভালোভাবে লেপে দিতে হবে। লেপটি ৩/৪ ইঞ্চি পুরু এবং অমসৃণ হতে হবে। মেঝে শুকানোর একদিন পর, এর উপর ১৪ নং চিকেন ওয়ের দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং লেভেল সমান রাখার জন্য তা তারকাটা দিয়ে শক্ত করে গেঁথে দিতে হবে। মাটির স্তর হতে ৬" ভিতরে এই চিকেন ওয়ের প্রবেশ করাতে হবে। এরপর আবার ৩/৪ ইঞ্চি পুরু করে বালু এবং সিমেন্টের মিশ্রণ দিয়ে আবার লেপে দিতে হবে। মেঝের দেয়ালের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন ৪ বার করে মোট ৭ দিন এতে পানি দিতে হবে।